পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য একটি পিসি তৈরি করতে চাই। আমার মনিটর ও ইউপিএস আছে। ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করতে আলাদা কোনো ডিভাইস লাগবে কি না বা লাগালে ভালো হয় কি না, তা জানাবেন। সিপিউ কনফিগারেশনের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য তালিকা করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

–কাজী আরমান হোসেন, কুমিল্লা

সমাধান : পিসিটি কী কাজে লাগাবেন তা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পিসিটি কেনার জন্য আপনার বাজেট কত তা উল্লেখ করেননি। পিসি কেনার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্য এ দুটি বিষয় খুবই জরুরি। ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য বেশ উঁচুমানের পিসির দরকার পড়বে। এ ধরনের পিসি কেনার বাজেট লাখের কাছাকাছি হলে ভালো পিসি পাবেন। ভিডিও এডিটিংয়ের কাজে কোর আই সেভেন সিরিজের পিসির বেশ নাম-ডাক রয়েছে। ভিডিও এডিটিংয়ের কাজের জন্য বেশ শক্তিশালী প্রসেসর ও গ্রাফিক্স কার্ড লাগে। এ ক্ষেত্রে যত শক্তিশালী সিপিইউ ও জিপিইউ কিনবেন, তত দ্রুত ও মানসম্পন্ন ভিডিও কোয়ালিটি পাবেন। প্রসেসর কেনার ক্ষেত্রে ইন্টেলের আনলক এডিশন কে সিরিজের প্রসেসর কেনা ভালো। এতে প্রসেসর ওভারক্লক করার সুবিধা পাবেন, যা আপনার কাজের গতি বাড়িয়ে দেবে। বাজারে বর্তমানে ইন্টেলের ফোর্থ জেনারেশনের প্রসেসরের চলছে। ইন্টেলের প্রসেসরের মধ্যে কোর আই সেভেন ৪৭৭০কে আপনার জন্য বেশ ভালো কাজে দেবে। এ প্রসেসরটির দাম পড়বে ২৮ হাজার টাকার মতো। ওভারক্লক করা হলে ডিভাইসের তাপমাত্রা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি গরম হয়ে যায়। তাই ওভারক্লক করার ইচ্ছা থাকলে সে অনুযায়ী কুলিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়াটার কুলিং সিস্টেম এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর।

গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রে আপনার হাতে অনেকগুলো অপশন রয়েছে। এএমডি রেডন এইচডি ৭৯৯০/৭৯৭০, এএমডি আর৯ ২৯০এক্স/২৮০এক্স অথবা এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ৭৮০টিআই/৭৮০/৭৭০/৭৬০ ইত্যাদি। গ্রাফিক্স কার্ডের পেছনে যত বেশি খরচ করতে পারবেন, ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে ততই মঙ্গলজনক। উল্লিখিত গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর দাম ৩০ থেকে ৭১ হাজার টাকার মধ্যে। পিসির কাজের গতি আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য বাড়তি একটি এসএসডি (সলিড স্টেট ড্রাইভ) কিনে নিতে পারেন এবং এতে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে নেবেন। ভালো-শক্তিশালী সিপিইউ ও জিপিইউ ধারণ করার জন্য মাদারবোর্ডটিকেও হতে হবে বেশ শক্তিশালী। ফোর্থ জেনারেশন ইন্টেল প্রসেসরের জন্য সবচেয়ে ভালো মাদারবোর্ডটি হলো জেড৮৭ চিপসেটের মাদারবোর্ড। কোন কোম্পানির মাদারবোর্ডে বেশি ফিচার আছে এবং আপনার অন্য ডিভাইসগুলো ভালোভাবে সাপোর্ট পাবে তার ভিত্তিতে মাদারবোর্ড নির্বাচন করুন। মডেল ও কোম্পানিভেদে মাদারবোর্ডের দাম পড়বে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মতো।

১৬০০-১৮৬৬ বাস স্পিডের ৮-১৬ গিগাবাইট র‍্যাম ব্যবহার করলে বেশি ভালো ফল পাবেন। গ্রাফিক্স কার্ড কোনটি কিনবেন তা নির্বাচন করার পর তার পাওয়ার কনজাম্পশন অনুযায়ী পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট কিনতে হবে। আরও ভালো হয় কোন কোন ডিভাইসগুলো কিনবেন, তার একটি তালিকা বানানোর পর পাওয়ার ক্যালকুলেটরের সাহায্যে আপনার পিসির জন্য কত পাওয়ারের বা কত ওয়াটের পিএসইউ লাগবে, তা নির্ধারণ করতে সুবিধা হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কিনলে তা বেশি বিদ্যুৎ খচর করবে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। উইন্ডোজ ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করলে বেশ ভালো ফল পাবেন। পিসি নির্বাচন করার ব্যাপারে আর কোনো সমস্যা হলে জানাবেন। আপনাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের টিম সবসময়ই প্রস্তুত।

সমস্যা : আমি একটি পিসি কিনতে চাই। মনিটর ছাড়া ২০ হাজার টাকার মধ্যে ভালো একটি পিসি কেনার ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন আশা রাখি। মাদারবোর্ড হিসেবে আমার পছন্দ গিগাবাইট এইচ৮১এম-এস২পিভি, যার দাম ৫৫০০ টাকার মতো।

–এসএম রমজান

সমাধান : এ বাজেটের মধ্যে তেমন ভালো পিসি হবে না। আপনি যদি পিসিটি কী কাজে ব্যবহার করবেন তা জানাতেন, তবে আরও ভালো পরামর্শ দেয়া যেত। আমরা ধরে নিচ্ছি আপনি সাধারণ কাজের জন্য পিসিটি ব্যবহার করবেন এবং তেমন ভারি কোনো কাজ করবেন না। সে ক্ষেত্রে এ মাদারবোর্ডের সাথে আপনি পেন্টিয়াম সিরিজের প্রসেসর নিতে পারেন। ইন্টেল কোর আই থ্রি সিরিজের প্রসেসর নিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু তা নিতে হলে বাজেট কিছুটা বাড়াতে হবে। সাথে ৪ গিগাবাইট র‍্যাম, ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ভালোমানের ক্যাসিং কিনে নিলেই আপনার বাজেটের মধ্যে মোটামুটি ভালো পিসি পাবেন। যদি আরও ভালো পিসি চান, তবে কম দামের মধ্যে কিছু ব্র্যান্ডের পিসি রয়েছে, সে ব্যাপারে চিন্ড্রা করতে পারেন। ব্র্যান্ড পিসিগুলোর দাম ২৮ হাজার টাকা থেকে শুরু এবং সাথে পাবেন তিন বছরের ওয়ারেন্টি।

সমস্যা : আমি কমপিউটার জগৎ-এর একজন নিয়মিত পাঠক। আমার আগের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার ভিডিও রেন্ডারিং ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে চাই। আমি একটি পিসি কনফিগারেশন করেছি গেমিং ও গ্রাফিক্সের কাজ করার জন্য। পিসিটির জন্য বানানো কনফিগারেশন ঠিক আছে কি না, তা একটু চেক করে দেবেন। পিসির কনফিগারেশনটি নিম্নরূপ– প্রসেসর : ইন্টেল কোর আই সেভেন ৪৭৭০কে, মাদারবোর্ড : এমএসআই জেড৮৭ এমপাওয়ার ম্যাক্স, গ্রাফিক্স কার্ড : আসুস এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ৭৬০, র‍্যাম : করসায়ার ভেনজেন্স ৮ (৪ বাই ২) গিগাবাইট, ক্যাসিং : করসায়ার গ্রাফাইট ২৩০টি, পিএসইউ : করসায়ার সিএস৬৫০এম, ওয়াটার কুলার : থার্মাল্টেক ওয়াটার কুলার ৩.০।

আমি পিসি ওভারক্লক করতে চাই না, কিন্তু পরে এসএসডি লাগানোর চিন্ড্রা আছে। ভবিষ্যতে এসএলআই করার চিন্ড্রা আছে। কোনো পার্টস কি ভুল হয়েছে কি না এ তালিকাতে? যদি হয়ে থাকে তবে তার ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন।

–হৃদয়, খুলনা

সমাধান : ভিডিও রেন্ডারিং হচ্ছে যখন কোনো ভিডিও এডিট করা হয় এবং সেই ভিডিওতে পরিবর্তনগুলো কম্পাইল করার জন্য তা প্রসেসর করা হয়। ভিডিও রেন্ডারিং সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে হলে গুগলে সার্চ করে জেনে নিন। পিসির কনফিগারেশন বেশ ভালো হয়েছে। এখানে র‍্যামের পরিমাণ ১৬ গিগাবাইট (৮ বাই ২) করতে পারলে ভালো হয় এবং তা ১৬০০-১৮৬৬ বাসস্পিডের হলে আরো ভালো। ওয়াটার কুলার যেহেতু আপনার লিস্টে আছে সেহেতু আপনি নিশ্চিন্ড়ে ওভারক্লক করতে পারবেন। এসএলআই করার চিন্ড্রা থাকলে পিএসইউ আপগ্রেড করতে হবে। তখন ৬৫০ ওয়াটের পাওয়ার সাপাই ইউনিটে কাজ হবে না।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হলো– থার্ড জেনারেশন ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ইন্টেল মাদারবোর্ড ডিএইচ৬১এইচও, ২ গিগাবাইট ডিডিআর৩ ১৩৩৩ বাসস্পিডের র‍্যাম ও ৫০০ গিগাবাইট ৭২০০ আরপিএম সাটা হার্ডডিস্ক। আমার পিসির সমস্যা হচ্ছে তা চালু হচ্ছে না। পাওয়ার বাটন চাপলে ধূসর রংয়ের স্ক্রিন আসে এবং বাম কোনায় একটি সাদা দাগ থাকে। আমি র‍্যাম খুলে পরিষ্কার করে লাগিয়েছি, তারপরও কোনো কাজ হচ্ছে না। সমাধান জানালে উপকৃত হব।

–মোহাম্মাদ রহমান

সমাধান : আপনার পিসি কোনো ধরনের বিপ দেয় কি না, পিসি চালু হওয়ার সময় কোনো মেসেজ আসে কি না বা বায়োসে ঢোকা যায় কি না, সে ব্যাপারে না জানালে এ ধরনের সমস্যার ব্যাপারে সমাধান দেয়া কষ্টকর। এ ধরনের সমস্যা অনেক কারণে হতে পারে। আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় তা ভালো কোনো কমপিউটার সার্ভিসিং সেন্টারে নিয়ে দেখানো কজ